



ଚରିତ୍ର

ସୋଷକ
ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ
ଦାନବ

ବିଧାତା
ଚୋଧେ-ଆଢୁଳ ଦାଦା
ସୁରକନ୍ୟାଦ୍ବୟ .

চোখে-আঙুল দাদা

[নাটক শুরুর ঠিক আগে পর্দার সামনে ঘোষক এসে দাঁড়াল।]

ঘোষক ॥ একটা দুঃসংবাদ আছে। আজ সন্ধ্যে ছটা নাগাদ...যে নাটকটা হবার কথা, তারই নায়ক...শ্রীচোখে-আঙুল দাদা...হঠাৎ বিনবিন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ডভাবে বিনবিন করতে করতে (উর্ধ্ব তাকিয়ে) আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। (রুমালে চোখ মুছে, বার কয়েক নাক টেনে) আপনাদের একটু উঠে দাঁড়াতে হবে...এই মিনিট খানেকের মতো নীরবতা পালন...একটু কষ্ট করে যদি...(চারপাশ দেখে নিয়ে) আচ্ছা, আধ মিনিট পারবেন?... (চারপাশ দেখে নিয়ে) পনেরো সেকেন্ড? বুঝতে পেরেছি, দাঁড়াবার ইচ্ছে নই কারুর। আচ্ছা থাকগে, দাঁড়ানোর ভেতর গিয়ে কাজ নেই। বরং যে যেখানে বসে আছেন, ওই ভাবে বসেই শ্রীচোখে-আঙুল দাদাকে একটু স্মরণ করে নিন। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কয়েক সেকেন্ড পার করে) টাইম আপ! (থেমে) কিন্তু তা বলে নাটক আমরা বন্ধ করছি না। চোখে-আঙুল দাদাকে এমন আকস্মিকভাবে সবকিছু বানচাল করে দিয়ে যেতে দেবো না! তাঁর জগৎলীলা যখন দেখাতে পারছি না, তাঁর স্বর্গলীলা দেখাবো। আপনারা বসুন! তাই তো, দাঁড়ালেনই বা কখন?

[ঘোষক চলে যায়। নেপথ্যে বাজনা শুরু হয়। পর্দা খুলে যায়। স্বর্গ। সুসজ্জিত স্বর্গতোরণের সামনে একটি আলপনা আঁকা জলচৌকির ওপর বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ বসে। চোখ বন্ধ। দুপাশে দুজন সুরকন্যা তার সামনে গাইছে।]

সুরকন্যাঘরের গান ॥

হিসাব দিতে হবে...

ভবে কী কর্ম করে এলে

জবাব দিতে হবে।

ছাড় পাবে না...কেউ বাদ যাবে না...

সবাইকে ফাঁকি দিয়েও পার পাবে না...

এ পারেতে ভিনি বসে সব দেখছেন...

তুলান্ডে পলে পলে ওজন করছেন...

ফল নিতে হবে

ভবে কী কর্ম করে এলে

হিসাব দিতে হবে...হিসাব দিতে হবে...

[বিধাতা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নাক ডাকছে। একটা খাতা বগলে বন্ধ চিত্রগুপ্ত ছুটে এলো। সুরকন্যারা মন্ডের দুই কোণে তাদের নির্দিষ্ট আসনে বসে।]

- চিত্রগুপ্ত ॥ (বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে ঢুকল।) প্রভো...প্রভো...প্রভো...
- বিধাতা ॥ (খানিকটা চোখ মেলে, হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটের কোণা মুছতে মুছতে) অঁ ! চিত্রগুপ্ত !
- চিত্র ॥ বড় বিপদে পড়ে...ধরুন বাধ্য হয়ে আপনার স্মরণ নেওয়া ছাড়া... ধরুন অকালে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে... (বিধাতা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে) প্রভো...প্রভো...
- বিধাতা ॥ (আরক্ত চোখে) কাতলা মাছের মতো হাপসি কাটছ কেন ? হ'লোটা কী ?
- চিত্র ॥ আজ্ঞে খানিক আগে মর্ত্য থেকে এক ব্যক্তি এসেছে। লোকটা স্বর্গ-স্বর্গ করে একেবারে জ্বালিয়ে যাচ্ছে। ধরুন স্বর্গ না নরক কোথায় যে ব্যাটাকে পাঠাই...
- বিধাতা ॥ তার কর্মাকর্মই স্থির করে দেবে—স্বর্গ না নরক...কোথায় যাবে ! কাঁচা ঘুমটা না ভাঙিয়ে, খাতাটা খুলে একবার দেখলেই তো পারতে নামের পাশে কী লেখা রয়েছে।
- চিত্র ॥ আজ্ঞে খাতায় তার নাম খুঁজে পাচ্ছি না।
- বিধাতা ॥ সে কী !
- চিত্র ॥ (মোট খাতার কয়েকটি পাতা উলটিয়ে) পাচ্ছি না...নেই...
- বিধাতা ॥ ব্যাপারটা কী। ভবের প্রত্যেকটা লোকের নাম ধাম বংশপরিচয়...মায় নেশাটিও...সবই তো তোমার খাতায় লেখা থাকবার কথা চিত্রগুপ্ত...
- চিত্র ॥ আজ্ঞে সবারই আছে...আর সকলের আছে...ধরুন শুধু এই একটা লোকেরই নেই।
- বিধাতা ॥ একটা লোকই বা বাদ পড়বে কেন ? সে কী জগৎছাড়া ! কাজকর্ম না পোষায় ছেড়ে দাও !
- চিত্র ॥ (প্রায় কেঁদে) প্রভো...
- বিধাতা ॥ (ভেংচি কেটে) প্রভো ! প্রভো !...যেই একটু বিশ্রাম নেবো...অমনি কানের গোড়ায় প্রভো ! প্রভো ! (ধেম্) সামান্য একটা রেকর্ড তাও রাখতে পারো না !
- চিত্র ॥ (তিক্ত স্বরে) কী করে পারব ! সোজাসুজি নাম হলে সব রাখা যায় ! মাথার ঠিক থাকে...কেউ যদি এসে বলে আমার নাম শ্রীচোখে-আঙুল দাদা !
- বিধাতা ॥ (চমকে) কী নাম ?
- চিত্র ॥ (তিক্ততম স্বরে) চোখে-আঙুল দাদা ! বাপের কালে শুনছেন...
- বিধাতা ॥ চোখে-আঙুল দাদা ! বলো কী হে চিত্রগুপ্ত, মা বাপের দেওয়া... ?
- চিত্র ॥ বাপ মা কি আর সন্তানকে দাদা ডাকবে ! পিতৃদত্ত হলে আমার কাটালগে নিশ্চয়ই উঠতো ! দিয়েছে ওর দেশবাসী...ধরুন পশ্চিমবঙ্গ এস্টেটের জনসাধারণ ! (ধেম্) বোধহয় টাইটেল !

বিধাতা ॥ মহাকালে কতো টাইটেল ঘাঁটলাম...এমন বিটকেল তো একটাও শুনিনি !
 চোখে-আঙুল দাদা ! (বিধাতা হেসে কুটিকুটি) অহো, মানে কী চিত্রগুপ্ত ?

চিত্র ॥ কে জানে ! ও তো বলছে প্যাঁড়দার !

বিধাতা ॥ অ্যা ?

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, মর্ত্যে নাকি আজকাল এদের খুব দেখা যাচ্ছে। ধরুন পরনে
 ঢোলা প্যান্টালুন আর রঙচঙা ঢোলা পাঞ্জাবি...কাঁধে ঝুলি... মাথায় বটের
 ঝুরির মতো চুল...ছাগুলে দাড়ি...রুটি-সেঁকা চাটুর মতো দু চোখে দুখানা
 বেগনি রঙের কাঁচ বসানো চশমা, আর ধরুন সর্বদাই দাঁতে চুরোট কামড়ে
 আছে ! খালি প্যাঁড়দারি করে ঘুরে বেড়ায়।

বিধাতা ॥ অ্যা...

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, যতো আঁতেলের আমদানি হয়েছে !

বিধাতা ॥ কী তেল ?

চিত্র ॥ আঁতেল !

বিধাতা ॥ চিত্রগুপ্ত, কোথেকে সব উদ্ভট শব্দ যোগাড় করছ !

চিত্র ॥ আমি কোথায় যোগাড় করছি ! ওরাই তো যোগাড় করে পরলোকে বয়ে
 নিয়ে আসছে ! ধরুন নাগাড়ে চেপে আছে...আমি স্বর্গে যাবো...আমি
 আঁতেল !...আঁতেল মানে ইনটেলেকচুয়াল !

বিধাতা ॥ চোয়াল !

চিত্র ॥ ধরেছেন ঠিক প্রভো...যাদের ইনটেলেক্ট মানে বুদ্ধি...ধরুন চোয়ালে এসে
 বাসা বেঁধেছে, তারই ইনটেলেকচুয়াল।

বিধাতা ॥ (সোম্মাসে) কই, কই, সে কই ! এমন অদ্ভুত প্রাণীটি ! বড় দেখতে ইচ্ছে
 করছে ! অহো বুদ্ধি কিনা চোয়ালে...(থেমে) কী করে এলো চিত্রগুপ্ত, আমি
 তো জ্ঞানবুদ্ধি মানুষের মগজেই দিয়েছিলাম...

চিত্র ॥ কিছু লোক সেটা চোয়ালেই নামিয়ে নিয়েছে...

বিধাতা ॥ অ্যা ?

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...এমনিতে রোগা প্যাংলা...ধরুন সারা শরীরে চোয়াল দুখানি
 ছাড়া আর কিছু নেই ! সারাক্ষণ চোয়াল চালাচ্ছে...আর ঝুরঝুর করে
 জ্ঞানগর্ভ বাক্য ফুলঝুরির মতো ঝরে পড়ছে...

[চোখে-আঙুল দাদার প্রবেশ। বয়সে যুলক। হালফ্যাশানের ঢোলা প্যান্ট,
 রঙচঙা পাঞ্জাবি, অবিন্যস্ত চুলদাড়ি, চোখে গগলস্, কাঁধে বিটকেল লম্বা
 একটা বিচিত্র ঝুলি। সব মিলিয়ে কিছুত বিটকেল।]

চোখে-আঙুল ॥ (মেরেলি ন্যাকা গলায় চিত্রগুপ্তকে) অ্যাই শোনো...অ্যাই ননসেন্স,
 শোনো...

চিত্র ॥ এই যে ! প্রভো ! এই সেই মাল !

চোখে-আঙুল ॥ অসভ্য ! পাজী ! আমায় বসিয়ে রেখে গলতানি করছে ! ননসেন্স,
 আমার স্বর্গের দরজা খুলে দেবে কে !

চিত্র ॥ ঐঃ ! স্বপ্নগো ! স্বপ্নগো তোমার ভারতবর্ষের রেলের কামরা ! টিকিট থাক না থাক্ লাকিয়ে চড়ে বসলাম ! স্বপ্নগো তোমার জাতীয় সম্পত্তি ! ব্যাটা ডব্লু-টি ! ভগবান বিধাতাকে পেয়াম করবে কে ?

চোখে-আঙুল ॥ বিধাতা ! হু ইজ বিধাতা ! অ্যাম আই স্ট্যান্ডিং বিফোর দ্য লর্ড অব লর্ডস্ ! আমি কি বিধাতার সামনে দাঁড়িয়ে আছি !

চিত্র ॥ শুধু দাঁড়িয়ে না...এবং তুমি বঁকে আছো !

চোখে-আঙুল ॥ (পা-খানা ঝিনঝিন করে নাড়াতে নাড়াতে বিধাতার আপাদমস্তক দেখছে) বিধাতা ! তোমার মাথায় সেই আলোর ঘোমটাটা কোথায়... দ্যাট্ হ্যালো অব্ লাইট...তোমার কথা কতো শুনছি...সেই তুমি এই ! হ্যা হ্যা হ্যা—এমন আটপৌরে চেহারা তোমার...হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ...(থেমে) তুমি আমার হতাশ করলে বিধাতা !

বিধাতা ॥ এসো...এসো বাবা চোখে-আঙুল দাদা...তোমার কথা শোনা অবিধি চাতকের মতো হয়ে আছি বাবা...স্বপ্নগে যাবে, না ?

চোখে-আঙুল ॥ শুনছি তোমাদের স্বপ্নটা নাকি মোটামুটি বাসযোগ্য ! ভাবছি ওখানেই থাকব !

বিধাতা ॥ ভেবে রেখেছ ? বা বা বা, কাজ কমিয়ে রেখেছ বাবা ! তা বাবা চোখে-আঙুল দাদা, বড় কৌতূহল হচ্ছে, এমন অদ্ভুত টাইটেলটা বাগালে কী করে ? কোন্ মহাকর্মে ধরাধামে এমন খেতাব জোটে গো...

চোখে-আঙুল ॥ কর্ম ! কর্ম তো আমার একটাই ছিল বিধাতা ! লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দাদার মতো লোকের ডুলটা ধরিয়ে দেওয়া !

বিধাতা ॥ বহুব্রীহি ! বহুব্রীহি ! ওহে চিত্রগুপ্ত, এ তো দেখছি বহুব্রীহি সমাস ! অহো, জগতের লোক আমার কাছে কতো না কর্মের কথা শোনায় ! আপিস কাছারি চুরি জোচ্চুরি...কোনোদিন শূনিনি পরের ডুল ধরিয়ে দেওয়াটা কারুর কর্ম ! আমার পাশটিতে বসো বাবা...(চিত্রগুপ্তকে) কী তেল !

চিত্র ॥ আঁতেল !

বিধাতা ॥ আমাদের আবার হয়েছে কী বাবা আঁতেল...তোমার রেকর্ডপত্র সব ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে ! সব ভালো করে না জেনে তো দরজা খোলা যাচ্ছে না... ! তা বলো তো, (চিত্রকে) যা বলে ঝটপট লিখে নাও... (চোখে-আঙুলকে) বলো, ভোরবেলা উঠে কী করতে বাবা আঁতেল...

চোখে-আঙুল ॥ ভোর ! ভোর কী বলো তো ?

চিত্র ও বিধাতা ॥ আঁয়া ?

চোখে-আঙুল ॥ কেমন দেখতে ভোর ? কাকে বলে ভোর ! ভোরের সংজ্ঞা কি, বিধাতা ?

চিত্র ॥ প্যাঁড়দারি দেখছেন ! (চোখে-আঙুলকে) অ্যাডিন জগতে চরে এলো... প্রভুর অতো বড় সূখিটা রোজ উঠছে...কোনোদিন সূর্যোদয় দ্যাখেনি !

চোখে-আঙুল ॥ আমরা চোখে-আঙুল দাদারা, বেলা দশটার আগে কখনো বিছানা ছাড়ি না ! ছাড়লেই নিজেদের হতাশ লাগে বিধাতা !

বিধাতা ॥ অহো ! অহো ! তা বেলা দশটায় উঠে তুমি প্রথমে কী করতে বাবা ?
চোখে-আঙুল ॥ প্রথমে ? প্রথমে চা খেতুম...ডিমের পোচ খেতুম...আবার চা
খেতুম...হালুয়া খেতুম...আবার চা খেতুম...চুরোট ধরাতুম...আবার চা
খেতুম...

চিত্র ॥ খেতুম খেতুম ! কতো বার খেতুম ! করতেটা কী ?

চোখে-আঙুল ॥ কেন নন্সেল ! ধরতুম, ভুল ধরতুম ! খুঁত ধরতুম !

বিধাতা ॥ কার খুঁত ?

চোখে-আঙুল ॥ আমার মায়ের । বলতুম, ওহে বৃদ্ধা, শোনো...কী নন্সেলের মতো
চা করো তোমরা...চা হয়েছে এটা, চা ! চা ! চা বানাতে শেখোনি ! এ
দেশের কেউ কি চা বানাতে শিখবে না ! রাবিশ ! গো টু হেল !

চিত্র ॥ বাঃ বাঃ সোনা ছেলে ! সকাল থেকে খেটেখুটে বুড়ি একরাশ রন্ধে
আনলো...আর বেলা দশটায় শয্যে ছেড়ে সব্বাস্ব স্টেপুটে...গেল বুড়ির
খুঁত বার করতে ! হুতোম প্যাঁচাটি !

চোখে-আঙুল ॥ সাট আপ ! ক্লোজ ইওর দাঁতকপাটি !

[বলেই চোখে-আঙুল একপাশ টাল খেয়ে বঁকে দাঁড়াল । পা-টি থরথর
করে কাঁপে ।]

বিধাতা ॥ শাঁখ বাজাও ! চিত্রগুপ্ত, স্বর্গের মেয়েদের শাঁখ বাজাতে বলো ! কে এসেছে
গো...মর্ত্য থেকে মহাকর্মা ! বাবা ভুল ধরিয়ে এসেছে...আমরা ফুল ছড়িয়ে
বাবাকে স্বর্গে তুলবো !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ !

চিত্র ॥ (ভেংচি কেটে) হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ...

বিধাতা ॥ তা বাবা চোখে-আঙুল দাদা, মায়ের চোখ ফুটিয়ে তারপর তুমি কি করতে ?

চোখে-আঙুল ॥ তারপর ? চুরোট ধরাতুম !

[চোখে-আঙুল চুরোট ধরালো]

বিধাতা ॥ ধরিয়ে... ?

চোখে-আঙুল ॥ টানতুম !

[চুরোট টানে]

বিধাতা ॥ টেনে... ?

চোখে-আঙুল ॥ আবার টানতুম...

[টানে]

চিত্র ॥ কলাপোড়া ! টানতে টানতে যে ফুঁকে গেল !

চোখে-আঙুল ॥ নন্সেল ! আরেকটা ধরাতুম !

চিত্র ॥ গুটির পিন্ডি ! এক কথা কতবার লিখব ? চুরোট ছাড়া আর কি ধরাতে...

চোখে-আঙুল ॥ কেন নন্সেল, পথের ঝাড়ুদার আর ভিত্তিঅলাদের খুঁত ধরতুম !...অ্যাই
শোনো...অ্যাই নন্সেন্সরা...আও ভ্রাও আও...ইধার আও ! এ কেয়া
হোয়া ? ঝাড়ু হোয়া ? ইস্কো ঝাড়ু বোলতা হ্যায় ? ঝাড়ু দেনা নেহি

শিখা তুম লোক ! কীকিবাঙ্গ ! দেশকো ডোবাতা হ্যায় ! হনলুলুমে ক্যাসে
ঝাড়ু দেতা জানতে হ্যায় তুম ? বুড়বক কীহেকা !

বিধাতা ॥ তা বাবা, তুমি আপিস যেতে কখন ?

চোখে-আঙুল ॥ আপিস ! কোনো সংকীর্ণ আপিসের চারদেয়ালের মধ্যে আমি তো
আমার কর্মক্ষেত্র সীমায়িত করিনি বিধাতা ! (থেমে) অফিসে মেডিকেল
নিয়ে কফি হাউসে বসতুম !

বিধাতা ॥ বা-বা-বা ! আপিস ছেড়ে কফি হাউসে বসে...

চোখে-আঙুল ॥ ফরেন পলিসির খুঁত বার করতুম্.

চিত্র ॥ প্রভো, ফরেন পলিসিরও ছাঁদা বার করেছে ! তাও লিখব ?

চোখে-আঙুল ॥ লেখো, শুধু বার করেই থামিনি ননসেল চিত্রগুপ্ত, লেখো, রেগুলার
ফাটাফাটি করেছি ! বৈদেশিক নীতি ফাটিয়ে দিয়েছি ! কফির টেবিল চটিয়ে
দিয়েছি ! কয়েক কাপ কালো কফি আর কয়েকটা চুরোট...ফরেন
পলিসিটাকে টেবিলের ওপর ফেলে চাঁটিয়ে চাঁটিয়ে অস্থির করে তুলেছি...

বিধাতা ॥ আপিস থেকে মেডিকেল নিয়ে ! চিত্রগুপ্ত, বাবাকে এক গেলাস মুচকুন্দ
ফুলের সরবৎ দাও !

চিত্র ॥ প্রভো...

চোখে-আঙুল ॥ আনো আনো সরবৎ আনো ! শুনলে তুমি আরো বোম্কে যাবে বিধাতা,
খুঁত না থাকলেও খুঁত সৃষ্টি করে...আমি খুঁত বার করেছি...

বিধাতা ॥ কে ! কে ! এ কে চিতু ?

চিত্র ॥ আঁতেল প্রভো...

বিধাতা ॥ সর্বে তেল, নারকেল তেল, রেপসীডের তেল...এ তেল ও তেল, এতো
তেল দেখেছি...আঁতেলের গতরে এতো তেল চিতু ?

[সঙ্গে সঙ্গে সুরকন্যাঘরের গান শুরু হয়। বিধাতা চিত্রগুপ্ত ও চোখে-আঙুল
দাদা চিত্রার্পিত হয়।]

সুরকন্যাদের গান ॥ চোখে আঙুল দাদা...এ কেমন তরো ভূত...

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সবাই খেটে মরে...

কাজের নামে টুঁ টুঁ ইনি লোকের খুঁত ধরে...

চোখে-আঙুল দাদা...এ কেমন তরো ভূত...

[সুরকন্যারা চোখে-আঙুলের হাতে সরবৎ দিয়ে নিজেদের জায়গায় বসল।]

চোখে-আঙুল ॥ (সরবৎ খেতে খেতে) নাঃ, এ কী সরবৎ ! তোমরা এই মাল খাও ?

হ্যা হ্যা হ্যা... তারপর যা বলছিলুম...আরো শোনো বিধাতা... কোলকাতায়
যখন 'কাটছি মাটি দেখবি আয়' প্রকল্প শুরু হ'লো... পথের জল সরাতে
রাস্তা খুঁড়ে খুঁড়ে ওরা পাইপ বসাতে লাগলো... সারা প্রকল্পটাকে নস্যৎ
করার জন্যে এমন চোখা চোখা শব্দে আক্রমণ করলুম...কিছু কিছু অঞ্চলে
মাটি কাটা বন্ধই হয়ে গেল।

চিত্র ॥ বেশ হ'লো ! পাইপ বসিয়ে সরেছিল জল...দিলে কাজ থামিয়ে আবার জল বাঁধিয়ে...

চোখে-আঙুল ॥ ননসেন্স চিত্রগুপ্ত, তুমি কী মনে করো জল বীধা দেখে আমি চুপ করে বসে রইলুম ! নো ! আবার তীব্র ভাষায় গর্জন করলুম, দেশটা কি ননসেন্স, অপদার্থ, একটু মাটি খুঁড়ে একটা পাইপও এরা বসাতে পারে না !

চিত্র ॥ ও বাবা, এবার উন্টো গাইলে ! শাঁখের করাত ! পাইপ বসাতে গেলে না-না-না,—আবার না বসালেও...ব্যাটাকে কেন সরবৎ খাওয়াচ্ছেন প্রভো...

বিধাতা ॥ বাবার কাছে আমার, কারু রক্ষে নেই চিত্রগুপ্ত...

চিত্র ॥ বেঁড়ে ওস্তাদ ! তুমি নিজে কী করেছ ? কোনোদিন হাতে করে একমুঠো ধান কি গম ফলিয়েছ ? বাড়ির পাশে নর্দমায় ফিনাইলটুকুও ঢেলেছ ! দানধ্যান পুনিটুনিয়া আছে কিছু ? ভিখিরি টিখিরির হাতে দু-একটা পয়সা ছেড়োছো ? সমানে তো চোরালই চালাচ্ছো স্পুটনিকের মতো...

চোখে-আঙুল ॥ স্পুটনিক ! আচ্ছা বিধাতা, আমাদের আর্ঘভট্ট আর ওদের স্পুটনিক...দুটোকে লক্ষ্য করেছ...দেখেছ আমাদের আর্ঘভট্ট মাত্র দু মাইল পথ গিয়ে কী রকম কুঁইকুঁই করে পাক খাচ্ছে...আর ওদের...ওদের স্পুটনিক সৌ সৌ করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটছে...

চিত্র ॥ কামাই তো নেই প্রভো...

চোখে-আঙুল ॥ আর্ঘভট্ট তৈরী করার সময় ওদের এটুকু খেয়াল হ'লো না...সেই যে বিজ্ঞানী যে কথা বলেছিলেন...কোন বিজ্ঞানী...কী কথা সেটা আমার মনে পড়ছে না...

বিধাতা ॥ না গো চিত্র, খোকা খুব লেখাপড়া করে এসেছে !

চোখে-আঙুল ॥ লেখাপড়া ! তুমি আমাকে হতাশ করলে বিধাতা !

বিধাতা ॥ কেন, কেন ?

চোখে-আঙুল ॥ কী পড়বো ! এ পর্যন্ত জগতে যা লেখা হয়েছে তাকে তোমরা পাঠযোগ্য বলো ! বই বলো !

বিধাতা ॥ তুমি কী বলো ?

চোখে-আঙুল ॥ বাউন্ডেড ইগনোর্যান্স ! লিখে নাও ননসেন্স, সুশোভন ছাপাই মুদ্রণে ঢাকা—ওগুলো বই নয়, বিশুদ্ধ অজ্ঞানতা ! রবিবাবু কি শরৎবাবু কোন্ অধিকারে এতো কাগজকলম নষ্ট করল...কত পরিশ্রম করেও আমি রবিবাবুর চোদ্দটা লাইন শেষ করতে পারিনি...

চিত্র ॥ চোপ ! নিজে কটা বই লিখেছ...

চোখে-আঙুল ॥ ফর'হুম ? করা জন্যে লিখব ? কে আমায় বুঝবে ? সব তো নিরক্ষর ! আচ্ছা বিধাতা, সত্যজিৎ রায়ের ছায়াছবি সম্পর্কে তোমার কী বলার আছে...

চিত্র ॥ চোপ ! অকর্ম্মার আর কাজ নেই খালি লোকের পেছনে কাঠি ! আলু কোথাকার !

চোখে-আঙুল ॥ আলু ! আচ্ছা বিধাতা, তোমার কি মনে হয়, যথার্থ আলু চাষ হচ্ছে

আমাদের দেশে...বখাৰ্খ আলু...রিয়েল আলু...

বিধাতা ॥ ও বাবা, আৰ্হভট্ট সিনেমা আলু...চিতু...অভোট্টকু মাখায় কতো না ছিলু !

চিত্র ॥ (খাতায় লেখা বন্ধ করে) এই তুই কী রে ! তুই কি কিছুই ফলাসনি !

চোখে-আঙুল ॥ ফলানোটা আমার কাজ নয়, যারা ফলায় তাদের ভাষ্টিগুলো ফলাও করাটাই আমার জব ! ননসেন্স, স্বর্গের দয়জাটা খোলো...

বিধাতা ॥ একটু বাবা, একটু সবুর করো । তা বাবা নিজের দেশের কিছুই কি তোমার ভালো লাগত না ? তোমার দেশে কি কিছুই হচ্ছে না ? কেউ কিছু করছে না ? কোনো সুকাজ ? ধরো পথঘাটের একটু উন্নতি...গাঁয়ের গন্নিবদের একটু সুবিধে...কি ধরো, নিদেন নদীর ওপর একখানা সেতু ?

চোখে-আঙুল ॥ সেতু ! ইউ মীন দ্বিতীয় হুগলি সেতু ? তুমি কি মনে করো, সেটা শেষ হবে ।

বিধাতা ॥ হবে না ?

চোখে-আঙুল ॥ নো নেভার ! হচ্ছে না...হবে না...হতে পারে না ! বাই দ্য বাই, হুগলি সেতুটা হুগলির ঠিক কোনখানটায় তৈরী হচ্ছে বলো তো বিধাতা ?

চিত্র ॥ এ কী রে ! সব জানে...হবে না তাও জানে...পুলটা যে কোথায় হচ্ছে...জায়গাটাই চেনে না !

বিধাতা ॥ এ কে...এ কে চিতু...এ কী চোখে-আঙুল দাদা, না চোখে-আঙুল জ্যাঠা !

[চিত্র ও বিধাতা হাসে । দুজনেই বেশ মজা পেয়েছে ।]

চিত্র ॥ বিয়ে-থা হয়েছিল ?

চোখে-আঙুল ॥ বিয়ে ? (সনিঃস্বাসে) কাকে বিয়ে করব ?

চিত্র ॥ ছেলে যখন, একটা মেয়েকেই করলে পারতে ।

চোখে-আঙুল ॥ মেয়ে । মেয়ে কাকে বলে বিধাতা !

বিধাতা ॥ (হাসি চেপে) কোথায় রাখবো । বাবাকে কোন্ স্বগ্গে তুলব ? ওহে চিতু, বুঝিয়ে দাও, মেয়ে কাকে বলে...

[চিত্রগুপ্ত মুখে চাদর ঢেকে খুখুখ হাসে ।]

চোখে-আঙুল ॥ কোলকাতার পথে যারা শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়, তাদের তোমরা মেয়ে বলো বিধাতা !

চিত্র ॥ তুমি কি বলতে ?

চোখে-আঙুল ॥ ললিপপ ! বিশুদ্ধ ললিপপ ! শাড়ি আর ব্রেসিয়ারে ঢাকা রঙচঙা ললিপপ ! দেখলে আমার এমন হতাশ লাগে বিধাতা...

[বঁকে দাঁড়িয়ে ঝিনঝিন করে কাঁপে ।]

চিত্র ॥ রামপাকা ঝুনো কোথাকার ! ভগবান অনন্ত বিশ্বসৃষ্টিকর্তা বিধাতা আপন কল্পনায় যাকে সবচেয়ে সুন্দর করে গড়েছেন...ধরো নারী...ব্যাটা ঝিনঝিনি তাকেও নিন্দে করছে !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! ভগবান ! অনন্ত সৃষ্টিকর্তা ! হাঃ হাঃ হাঃ ! ঐ বিশ্বটা একটা সৃষ্টি হয়েছে ?

বিধাতা ॥ হয়নি ?

চোখে-আঙুল ॥ ঐ সৃষ্টি নিয়ে তোমরা গর্ব করো ! হ্যা হ্যা হ্যা...

চিত্র ॥ হ্যা হ্যা করে হাসছে দ্যাখো !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ, ট্রাশ ! ট্রাশ ! ওটা বিশ্ব হয়েছে...না খিচুড়ি রান্না হয়েছে !

চিত্র ॥ আশ্চর্য ! ভগবানেরও খুঁত ধরতে আসে !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ ! আমি তোমায় চোখে-আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি

বিধাতা...গোটা বিশ্বের গায়ে অসংখ্য ভাস্কির একটা জীর্ণ নামাবলী...

বিধাতা ॥ (ঘাবড়ে) ওহে চিত্রগুপ্ত, সত্যি নাকি, আমি কি ঠিকমতো গড়তে পারিনি ?...

চিত্র ॥ কে বললে পারেননি ?

বিধাতা ॥ ওই যে...ও বলছে !

[বিধাতা ধড়ফড় করে উঠতে যায়।]

চিত্র ॥ ও বললেই হয়ে গেল ? চেপে বসুন তো !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ, কিস্‌সু হয়নি ! ওন্ড্‌ গড্‌, আগে যদি তুমি আমার সাথে কন্সাল্ট করতে এমন একটা বাজেমার্কা বিশ্বের জন্য ততো না !

বিধাতা ॥ সত্যি নাকি চিত্রগুপ্ত, বাজেমার্কা !

চিত্র ॥ প্রভো, ওর কথায় কেন ঘাবড়াচ্ছেন ! আপনার সৃষ্ট পৃথিবী সুন্দর... খুব সুন্দর ! ধরুন এমন গ্রহতারকা সাগর পাহাড়...

চোখে-আঙুল ॥ কিন্তু জোনাকি ?

বিধাতা ॥ জোনাকি !

চোখে-আঙুল ॥ জোনাকি ! জোনাকিটা কি ঠিক মতো হয়েছে...যথাযথ হয়েছে ! ওটা কি একটা জোনাকি হয়েছে !

চিত্র ॥ কী করে হয়নি শুনি ?

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! টিপটিপ জ্বলছে নিবছে জোনাকি ! জ্বলছে যদি নিবছে কেন ? এটা তোমার মাথায় এলো না, ওটা যদি সারাক্ষণ জ্বলেই থাকতো...গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎসমস্যার কী সহজ সমাধান হয়ে যেতো !

বিধাতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ চিত্রগুপ্ত, জোনাকিটা বোধহয় ঠিকমতো গড়তে পারিনি !

চিত্র ॥ পেরেছেন !

বিধাতা ॥ না না না ! গড়বড় করেছি ! যাও, শিগগির একটা জোনাকি ধরে আনো—সংশোধন করে দিই—

চিত্র ॥ ওঃ প্রভো, যা করেছেন ঠিক করেছেন...বিশ্বনিদ্‌কটার কথায় কেন কান দিচ্ছেন ?...আপনার ভুল হতেই পারে না...অমন সূর্য-চন্দ্র...

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ, কিন্তু জোনাকি...

বিধাতা ॥ আনো...ধরে আনো...

চিত্র ॥ (চোখে-আঙুলের দিকে চেয়ে) সব ছেড়ে ব্যাটা জোনাকি নিয়ে পড়েছে !

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ...স্রষ্টা হিসাবে থার্ড ব্রেড ! ইউ গড্‌, তুমি...তুমি একটি ভৃত্যের শ্রেণীর কারিগর !

বিধাতা ॥ চিত্রগুপ্ত, আমার বুকের ভেতর খড়্‌খড়্‌ করছে !

চিত্র ॥ প্রভো...প্রভো...

বিধাতা ॥ কী গড়তে কী গড়েছি...

চিত্র ॥ শিব গড়তে বীদরই গড়েছেন...

বিধাতা ॥ বাবা চোখে-আঙুল দাদা, একটা—শুধু একটা জিনিস তুমি আমার ভালো বলো ! আমার অমন আশার অতো বড় পৃথিবীটার মধ্যে একটাও কি ভালো কিছু নেই ? বাবা, এই বুড়ো তোমার মুখ থেকে খালি একটা প্রশংসা-বাক্য শুনবে—আর স্বর্গের তোরণ খুলে দেবে। বলো বাবা, আমি কি কিছুই ভালো করিনি ?

চোখে-আঙুল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! ট্রাশ ! অল ট্রাশ ! বুড়োভাম, রিটায়ার করোনি কেন ?
গো টু হেল !

[বিধাতার দিকে হাত তুলে দাঁড়ায়।]

বিধাতা ॥ আমি পুরোপুরি ব্যর্থ গো !

[বিধাতা টলে পড়ে যাবে। চিত্রগুপ্ত তাকে ধরে ফেলে।]

চিত্র ॥ ওঃ ভগবান...অনন্ত শক্তির আধার ! ব্যাটা চোখে-আঙুল তাকেও টলিয়ে দিলে—

প্রথমা সুরকন্যা ॥ ভাই, ভগবান ওকে চিনতে পারছেন না—

দ্বিতীয় সুরকন্যা ॥ না সখি, ভগবানের চেনায় কোনো ফাঁক থাকে না। উনি সব বুঝে নিচ্ছেন—

প্রথমা ॥ কিন্তু ভাই দেখছ না, ভগবান ওর কথায় বিচলিত—

দ্বিতীয়া ॥ না সখি, ভগবান ছল ধরেছেন—উনি যে ছলনাময়—
সুরকন্যাদের গান ॥

সবাইকে ফাঁকি দিয়েও পার পাবে না—

তার বিচারে শেষাবধি ভুল হবে না—

ফল নিতে হবে—

ভবে কী কর্ম করে এলে—

হিসাব দিতে হবে— হিসাব দিতে হবে—

[সুরকন্যারা বসে। একটি আলোকবৃত্তে বিধাতার মুখ ধরা]

বিধাতা ॥ মূর্খ ! এই মূর্খটি তার দুর্লভ মানবজনম কেবল অপরের ছিদ্রাশ্বেষণ করে কাটিয়েছে ! নির্বোধটি করতে না কিছু—বলতো সব ! তৃণটিও স্পর্শ করেনি—কাদা ছুঁড়েছে সবার গায়ে ! দুরারোগ্য ব্যাধি ! বুঝতে পারছি, এর এই খর জিহ্বার তাড়নায় জগতের মানুষ অস্থির হয়েছিল। আশ্চর্য এই সব চোখে-আঙুল দাদারা ! যে পৃথিবী ওদের লালনপালন করে—অকৃতজ্ঞরা তার একটিও গুণ দেখতে পায় না, শাস্তি ! হ্যাঁ, শাস্তি ওকে পেতেই হবে !

[আলোকবৃত্ত ভেঙে যায়। চোখে-আঙুল দাদা নড়েচড়ে ওঠে।]

চোখে-আঙুল ॥ আমি জানতে চাই আর কতোকণ আমার ডিটেন করা হবে ! কোথায় স্বর্গের দরজা ? কফি হাউসটা কোথায় ? আমি ডিম খাবো—ডিমের পোচ খাবো ! তোমাদের এখানে বার-টার আছে কি বিধাতা ? রাবিশ ! এতো বড় স্বর্গে একটা বার নেই ! অবাসযোগ্য ! একটু মদ্যপান না করলে আমি যে পদ্য লিখতে পারি না ! ব্যবস্থা হবে ?

বিধাতা ॥ হচ্ছে। চিত্রগুপ্ত, একটা ভোজালি নিয়ে এসো তো—

চোখে-আঙুল ॥ বাই দ্যা বাই, আজ কটায় উর্বশীর ক্যাবারে ? কতো হ'লো উর্বশীর বয়েস, ফিগার কেমন আছে ? এখনো নাচতে টাচতে পারে ? নাকি আল্পাইটিস হ'লো ?

বিধাতা ॥ আর একটা ধারালো করাতি !

চোখে-আঙুল ॥ তোমাদের এই নাচিয়ে মেয়েদুটো কোথা থেকে ভাড়া করে এনেছ ! রাবিশ ! ওটা একটা নাচ হ'লো, নাচ ! আর গানের গলা ! মস্ত দাদুরী ! (বার দুই কেশে) গলা ভাল থাকলে একবার দেখিয়ে দিতুম !

বিধাতা ॥ (চিত্রকে) কয়েক ঝুড়ি পেরেক আর মস্ত একটা হাতুড়ি ! সব ওই ওখানে গুছিয়ে রাখো।

[চিত্রগুপ্ত বেরিয়ে গেল।]

চোখে-আঙুল ॥ এই বিধাতা, ওকে তুমি কি আনতে বললে ?

বিধাতা ॥ মালমশলা !

চোখে-আঙুল ॥ (ঘাবড়ে) কীসের ?

বিধাতা ॥ বলছি। বাবা চোখে-আঙুল, আমাদের গোলমালটা হয়েছে কি, তোমার মত গুণবান রূপবান পুরুষকে অভ্যর্থনা করবে—হাত ধরে স্বর্গে ঢোকাবে—এমন একটা উপযুক্ত চেহারা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই বলছিলাম যন্ত্রপাতি মালমশলা সব দিচ্ছি, তুমি যদি তোমার উপযুক্ত রিসেপসনিস্ট গড়ে নিতে পারো...

চোখে-আঙুল ॥ তা ঠিক ! এসব কি চেহারা ! কিন্তু আমার এখন মানুষ গড়তে হবে...

বিধাতা ॥ পারবে, পারবে বাবা ! জগতের এতো লোকের সৃজনের ভুল ধরিয়ে এলে, আর তুমি একটা মানুষ গড়তে পারবে না, তাও কি হয় ! বসে যাও। তোমার যা যা দরকার সব ওঘরে পেয়ে যাবে। বাবা চোখে-আঙুল দাদা, এবার তুমি একটা নির্ভুল সর্বাঙ্গসুন্দর মানব সৃজন করে দেখাও তো, তুমি কোন্ শ্রেণীর কারিগর !

[চিত্রগুপ্ত ঢোকে]

চিত্র ॥ প্রভো—

বিধাতা ॥ রেখেছো ?

চিত্র ॥ আঞ্জে ইঁা, হাতুড়ি করাতি... ঐ ঘরে...

বিধাতা ॥ যাও বাবা, হাত লাগাও। বাবা যা বললাম, যদি দেখাতে পারো একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টি...কথা দিচ্ছি, স্বর্গটা তোমায় লিখে দেবো...চাই কি, আমি আর চিত্রগুপ্ত, দুই ওস্ত ফেলা...স্বর্গটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে সোজা

নরকে চলে যাবো...

চোখে-আঙুল ॥ অল রাইট ! এখুনি তোমার পারকেই হিউম্যান বীইং তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমার মানুষগড়ার কতো ফাঁকি ! ছেনি দিয়েছ...ছেনি ?

চিত্র ॥ আছে ।

চোখে-আঙুল ॥ (আন্ত্রিন গুটিয়ে) বাটালি ?

চিত্র ॥ দেওয়া হয়েছে ।

চোখে-আঙুল ॥ গুড । (চোখে-আঙুল চিত্রগুপ্তের চাদরটা কেড়ে নিয়ে কোমরে তোয়ালের মতো জড়িয়ে) যাও, একটা ফাঁকা দেখে, ঢোল নিয়ে এসো !

চিত্র ॥ মানুষ গড়তে ঢোলও লাগবে ।

চোখে-আঙুল ॥ লাগবে, ননসেন্স, পেটটাকে আমি একটু বড় মাপের করতে চাই, আর ভেতরটা ফাঁকা রাখতে চাই, তোমাদের মতো একগাদা কিডনি লিভার ঢুকিয়ে গুদোমঘর বানাতে চাই না !...কিডনি কী কাজ করে । খালি তো ফাঁকি মারে—আর আমার চোঁয়া ঢেকুর ওঠে ! হাটাও কিডনি । পেটটাকে ঢোল করে, আর যতো পারো খাদ্য ঢোকাও ।

চিত্র ॥ ফটফট না করে হাত লাগাও । ও ঘরে ঢোল আছে !

চোখে-আঙুল ॥ তবে দ্যাখো, দেখে শেখো ননসেন্স, মানুষ কী করে গড়তে হয় ।
[চোখে-আঙুল চাদরটা টাওয়েলের মতো কোমরে জড়িয়ে আড়ালে গেল ।
ভেতরে টুকটাক শব্দ শুরু হয় ।]

চিত্র ॥ প্রভো, আপনি এখনো কি করে সইছেন !

বিধাতা ॥ আমাকে যে সবই সইতে হয় চিত্রগুপ্ত—

চিত্র ॥ বস্তিয়ার খিলজিটাকে এখনো কেন শাস্তি দিচ্ছেন না ?

বিধাতা ॥ শাস্তি তো বিধাতা কাউকে দেয় না চিত্রগুপ্ত । যে যার নিজের অপকর্মেই শাস্তি পায় । ও-ও তাই পাবে ।

চিত্র ॥ কখন পাবে ?

বিধাতা ॥ শিগ্গিরই পাবে । উহারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে ।

[নেপথ্যের ঠুকঠাক দুমদাম শব্দ বাড়তে বাড়তে কখন বাজনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে । উচ্চগ্রামে উঠে বাজনাটা ঝমঝম করে বাজছে । বাজনাটা থামল ।
এবং চোখে-আঙুলের প্রবেশ । বিজয়ীর হাসি ।]

চোখে-আঙুল ॥ ফিনিশড । হাঃ হাঃ ! ডান ইট ! আই হ্যাভ ডান ইট !

বিধাতা ॥ হয়ে গেছে ?

চোখে-আঙুল ॥ তবে ? একটা মানুষ তো । লুক । লুক ইনসাইড দ্যাট রুম ! ইউ ননসেন্স চিত্রগুপ্ত, কেমন লাগছে ! পছন্দ হচ্ছে ! হাউ বিউটিফুল !

চিত্র ॥ হে-হে... হে-হে ! (চিত্রগুপ্ত বিধাতার দণ্ড বাড়িয়ে) কতো বড় পেট, গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত ! হে-হে ।

[নেপথ্যের বস্তুটিতে ঝোঁচা মারে ।]

চোখে-আঙুল ॥ অ্যাই ননসেন্স, ঝোঁচাচ্ছে কেন ! কাঁচা রয়েছে না ? ফেটে যাবে না !

বিখাতা ॥ বা বা বা ! দিব্য হয়েছে ! বড় সুন্দর তোমার হাতের কাজ ! তা বাবা
 চোখে-আঙুল, এবার তোমার ওই মানব-পুস্তলিতে আমি প্রাণদান করি ?
 চোখে-আঙুল ॥ করো—করো...প্রাণং দেহি ! প্রাণটুকু দাও ! ও উঠুক...ও দাঁড়াক...আমার
 প্রথম সৃষ্টি...আমার খোকা...আমার মনাসোনা সোনামনা...আমি ওর সঙ্গে
 কথা বলবো...ও আমাকে ড্যাডি বলে ডাকবে...আমাকে হামি খাবে...
 [বিখাতা তার আসনের ওপর দাঁড়িয়ে নেপথ্যের মানব-শিশুর দিকে দণ্ড
 বাড়িয়ে স্ফুট অস্ফুট নানা শব্দোচ্চারণে প্রাণদান করছে। তারের বাজনা
 বাজছে। নেপথ্যে ঔয়া-ঔয়া কান্না উঠল।]

চোখে-আঙুল ॥ ওই, ওই তো ! প্রাণসম্ভার হচ্ছে ! ওই তো বুকের ধুকধুকনি স্টাট
 করল ! চোখ মিটমিট করছে ! এইবার আঙুল নাড়ছে ! এই, এই হাঁটু
 ভাঙছে...দাঁড়াচ্ছে...উঠে দাঁড়াচ্ছে...হাঃ হাঃ, আমার খোকা...আমার সর্বাসুন্দর
 খোকা...নাকটা কাঁপছে...কাঁপছে ! কথা বল...ওই...ওই হামা দিয়ে
 আসছে...

[চোখে-আঙুল দু'হাত বাড়িয়ে ধেয়ে যায়। সেই মুহূর্তে হামাগুড়ি দিয়ে
 আড়াল থেকে যে বেরিয়ে আসে...সে তো মানুষ নয়ই, কৌন্ জন্তু তাও
 বলা যাবে না। এমন কুৎসিত কদাকার। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কটা
 যদি উল্টে-পাল্টে বসে—তবে যা হয়। বীভৎস।]

চোখে-আঙুল ॥ এই দ্যাখ...এই দ্যাখ, আমি তোর পিতা !

দানব ॥ (খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চোখে-আঙুলকে ঠাওর করে নিয়ে নাকীগলায়)
 শালা !

চোখে-আঙুল ॥ ও কী ! পিতাকে শালা বলছিস ! ননসেন্স ! তোকে কী শিক্ষা দিলাম...

দানব ॥ (গরিলার মতো স্থলিত পায়ে এগুতে এগুতে) পিতা...শালা, তুমি পিতা !
 আমার হাতের জায়গায় পা বসিয়েছো...চোখের ওপর নাইকুঙলি...শালা,
 এই তোমার পিতাগিরির নমুনা !

চোখে-আঙুল ॥ তাই তো ! নাইকুঙলিটা চোখে বসেছে ! দাঁড়া বাবা, কারেকশান করে
 দিচ্ছি ! কই, চিত্রগুপ্ত, করাতিটা দাও...কান দুটোও ছাঁটতে হবে...কুলো
 কুলো লাগছে...(দানবের মাথায় হাত বোলায়। দানবটা ফিঁৎফিঁৎ করে)
 ও কী, ফিঁৎফিঁৎ করছিস কেন ?

দানব ॥ (কেঁদে কেঁদে) করব না ! নাকের ফুটোটাও একটু বড় করতে পারোনি !

চোখে-আঙুল ॥ তাই তো ! ছাঁদা কই ! সর্দি বেরুবে কোথ্ দিয়ে ? ননসেন্স, দাঁড়িয়ে
 কী করছ ? করাতি দাও, ছাঁদা করি। ওকি, নড়বড় করছিস কেন ?

দানব ॥ করব না ? কোমরে ডি. সি. ফ্যানের বল-বেয়ারিং বসিয়েছ ! সব গড়-
 বড় করে দিয়ে বলে, কেন, নড়বড় করছিস কেন ! শালা !

চোখে-আঙুল ॥ (পিছুতে পিছুতে) খোকা মারব কিন্তু, বাজেকথা বললে খুব
 মারবো...বলছি ঠিক করে দিচ্ছি—

দানব ॥ আমাকে পিষেচ করে গড়লি কেন ? -ব্যাটা, তোর আর কাজ ছিল না !

চোখে-আঙুল ॥ অ্যাই...অ্যাই...ওরে বাবা, কী লম্বা হাত...মারবি নাকি...

দানব ॥ দেখবি ! দেখবি তুই ?

[ভয়ানক পায়ে দানবটা চোখে-আঙুলের দিকে এগোয়।]

দানব ॥ কোথায় পাক্কাবি...কোথায় পালাবি...আমার হাতে তোর শেষ...(চোখে-আঙুলকে ধরে) হাঃ হাঃ হাঃ । শালা অকর্মের খাড়ি ! ধোলাই দিয়ে তোমায় ঝালাই করে দেবো ।

[মারছে]

চোখে-আঙুল ॥ ছাড় ছাড়, হাড় ভেঙে গেল ! ও বাব্বা গো, বাবাকে মারতে নেই !
ও বিধাতাদা...

বিধাতা ॥ তোমার ছেলে তোমায় ঠাঙাচ্ছে, আমরা কী করতে পারি ! কী বলো চিত্রগুপ্ত...

চিত্র ॥ প্রভো...প্রভো...এ তোমার মার ! ভগবানের মার দুনিয়ার বার ।

বিধাতা ॥ দেখতে পাচ্ছ বৎস চোখে-আঙুল দাদা, দাদার মতো লোকের ভুল ধরা কতো সোজা, আর নিজে কিছু করা কতোর জ্বালা—

দানব ॥ (চোখে-আঙুলকে মারতে মারতে খোনা গলায়) আর করবি—বল্ আর করবি—বল্ আর করবি—

চোখে-আঙুল ॥ হেল্প হেল্প...ও বিধাতাদা...মাইরি ঠেকাও...আমায় স্বর্গে নিয়ে চলো...

[দানব চোখে-আঙুলকে দুহাতে উঁচু করে তুলছে...]

দানব ॥ আয়্য তোকে স্বর্গে তুলি । স্বর্গে যাবি—হাঃ হাঃ, শালা চোখে-আঙুল দাদা—

[দানব চোখে-আঙুলকে শূন্যে তুলে ধরেছে।]

চোখে-আঙুল ॥ (পরিত্রাহি গলায়) হেল্প । হেল্প । হেল্প ।

[সুরকন্যারা গান গায়।]

সুরকন্যারা ॥ কেমন মজা... কেমন মজা
 পেলি তুই কেমন সাজা
 ওরে ও সর্বনাশা কর্মনাশা
 যাবি আর লোকের গায়ে দিতে খোঁচা ।
 কেমন মজা...কেমন মজা...